গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়

সভার তারিখ ও সময় : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০, দুপুর ২.০০ ঘটিকা

সভার উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্তাদের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক' তে সংযুক্ত।

১.১ সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তারপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জরুরী ভিত্তিতে এ সভা আহবানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় টেলিফোনের মাধ্যমে তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন যে ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনার মাধ্যমে একটা কনসেপ্ট পেপার তৈরী করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দিলে তিনি তা মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সে মোতাবেক অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) এর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা মাননীয় মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি মহোদয় বলেন, এ উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগী এবং প্রশংসার যোগ্য। করোনাভাইরাস মহামারির এ সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার একটি সারসংক্ষেপ তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। এরপর সভায় উপস্থিত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

১.২ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, সারাদেশ যখন লকডাউন অবস্থায় ছিল তখন একমাত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দিন-রাত পরিশ্রম করে গেছেন। এ মন্ত্রণালয় প্রচুর কাজ করেছে, জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে, চাহিদার সাথে সংগতি রেখে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সেজন্য ঘনবসতির দেশ হওয়া সত্তেও অন্যান্য দেশের তুলনায় মৃত্যুহার কম এবং সুস্থতার হার বেশী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতবাণী করেছিল, বাংলাদেশে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে, বাংলাদেশ সেটা মিথ্যে প্রমানিত করেছে। আগাম এবং কার্যকরী ট্রিটমেন্ট প্রটোকলসহ দেওয়া হয়েছে তাই এখন কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের ৭০% সিট খালি হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভাল বিধায় জনগনের মনে সাহস ও মনোবল ফিরে এসেছে, ফলে বাসায় বসে চিকিৎসা নিয়ে ভাল আছে।

১.৩ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বলেন, এত সব অর্জন সত্তেও গণমাধ্যমগুলো অপপ্রচার চালিয়ে গেছে, অপপ্রচার হলে মনোবল ভেংগে যায়, কাজের স্পৃহা কমে যায় তবুও এ মন্ত্রণালয়ের সকলে মিলে এ যুদ্ধ চালিয়ে গেছে সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি করোনা মহামারীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা দিতে যেয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এ পর্যায়ে তিনি বলেন যে রিপোর্টটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যাবে তাতে যেন সেই সকল সম্মুখ যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয় এবং এতে কোভিড-১৯ শুরুর অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার একটা তুলনামুলক চিত্র ফুটে উঠে।

১.৪ অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ) বলেন, অতি স্বল্প সময়ে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল।

D:\from E\Minuts\Minuts.doc1

১.৫ অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) বলেন, শুরুতে বেসরকারী হাসপাতালগুলো সহযোগীতা করেনি কিন্তু পরে তারা হাসপাতাল খুলে এবং কাজ করতে শুরু করে এটা আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, যা আমরা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি।

১.৬ সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে এ বিষয়ে আরো কোন মতামত থাকলে প্রদান করতে বলেন। সারাবিশ্ব যেখানে অর্থনৈতিক মন্দায় ভুগছে, সেখানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক আছে সেটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত দূরদর্শী পদক্ষেপের কারণে। তিনি আশা প্রকাশ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং সকলের একান্ত চেষ্টায় ইনশাল্লাহ কোভিড-১৯ প্রতিহত করতে সক্ষম হব।

২.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) কোভিড-১৯ শুরু থেকে অদ্যাবধি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রী মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করা হবে।

(খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অংশ প্রস্তুত করে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-কে প্রেরণ করবেন।

(গ) অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে যুগ্মসচিব (সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা), হাসপাতাল অনুবিভাগ দু'বিভাগের গৃহীত সকল কার্যক্রম সমন্বয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করবেন।

৩.০ আর কোন বিশেষ আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৮/০৯/২০২০খ্রি.
জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৬.২০১৫(অংশ)-৭৫৫ তারিখঃ ০৮-০৯-২০২০খ্রিঃ

<u>অনুলিপি (সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগ প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রণালয় (তাকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১১। যুগ্মসচিব (সঃওবেঃস্বাঃব্যঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

08/09/2020
ড. বিলকিস বেগম
উপসচিব
ই-মেইল: ghm1@hsd.gov.bd

D:\from F\Minits\Minits.doc2